ভগিনী নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক

শচীন দত্ত

২৮শে জানুয়ারী, ১৮৯৮ সাল। 'মোম্বাথা' নামক জাহাজ এসে থামল কলকাতা বন্দরে। জাহাজ থেকে নামলেন লন্ডন থেকে আগত মিস্ মার্গারেট এলিজাবেথ নোবেল। স্বয়ং স্বামী বিবেকানন্দ তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত জাহাজ ঘাটায়। গুরুর চরণে মাথা রেখে প্রণাম করলেন মার্গারেট। গুরুজী তার মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন। সেই পুণ্যলগ্নে এক মহান সাধিকার আবির্ভাব ঘটল এই পুণ্য ভারতভূমিতে।

মার্গারেট এলিজাবেথের জন্ম ২৮শে অক্টোবর ১৮৬৭ সালে আয়র্ল্যান্ডের টাইরন কাউন্টির ডানগানন শহরে। পিতা স্যামুয়েল রিচমন্ড নোবেল ছিলেন একজন ধর্মযাজক। মাতা মেরী ইসাবেল হ্যামিলটন। ১০ বছর বয়সে মার্গারেট পিতৃহীন হন। তিনি তার মামার বাড়িতে মানুষ। দাদু ছিলেন আয়রল্যান্ডের একজন বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী। মার্গারেট লন্ডনের চার্চ বোর্ডিং স্কুলে শিক্ষালাভ করেন। তারপর হ্যালিফ্যাক্স কলেজে পদার্থবিদ্যা, আর্টস, অংকশাস্ত্র এবং সাহিত্য নিয়ে পড়েছেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে তিনি শিক্ষকতা শুরু করেন কেসউইক স্কুলে। তারপর তিনি নিজেই উইবিল্ডনে একটি স্কুল স্থাপন করেন। ছোটবেলা থেকেই লেখালেখি শুরু এবং অল্প বয়সেই তিনি তুখোড় বক্তা।

<u>স্বামী বিবেকানন্দের দর্শন লাভ ঃ</u> আমেরিকা থেকে ফিরে স্বামী বিবেকানন্দ লন্ডনে উপস্থিত হন ১৮৯৫ সালের নভেম্বরে। ১৩ই নভেম্বর বিকেলে লন্ডনের ওয়েস্ট এন্ডে এক অভিজাত পরিবার লেডী ইসাবেল মার্গেসন-এর ৬৩ সেন্ট জর্জেস রোডের বাড়ির ড্রয়িংরুমে বসে স্বামীজি বেদান্ত ব্যাখ্যা করছিলেন। মার্গারেট তার এক সহচরীর সঙ্গে সেখানে উপস্থিত হন। স্বামীজির বক্তৃতা তখন তার তেমন ভালো লাগেনি। কিন্তু তারপরে কয়েক দিন ধরে তার মনের মধ্যে একটা আলোড়ন উপলব্ধি করেন। পরে তিনি আরো দুদিন বিভিন্ন স্থানে স্বামীজির বক্তৃতা শোনেন — তাঁকে নানা প্রশ্ন করে মনের সন্দেহ নিরসন করেন। তাঁর সংস্কৃত শ্লোক, মন্ত্র ইত্যাদির উদাত্ত কণ্ঠে আবৃত্তি — তাঁর গেরুয়া পরিহিত সৌমদর্শন মার্গারেটকে এক মুগ্ধ বিস্ময়ে আপ্লুত করে — তাঁর প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধায় মাথা নত হয়ে আসে। মার্গারেট যেন ভবিষ্যতের পথ খুঁজে পান। শুনতে পান এক অধ্যাত্মিক জগতের আহ্বান। স্বামীজিও যেন খুঁজে পান ভারতীয় দর্শন, আদর্শ এবং চেতনার ভারবাহক তার এক কর্মনিষ্ঠ শিষ্যাকে। ভারতে ফিরে যাবার পর মার্গারেটের সঙ্গে স্বামীজির কিছু পত্রালাপ হয়। ভারতে যাবার জন্য মিস মার্গারেট আকুল হৃদয়ে স্বামীজির আহ্বানের প্রতীক্ষা করছিলেন। অবশেষে সেই আহবান এল ২৯শে জুলাই ১৮৯৭ এর এক চিঠিতে। স্বামীজি লিখেছিলেন ঃ "আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, বিশেষতঃ ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর — একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন।

ভারতবর্ষ এখনো মহীয়সী মহিলার জন্ম দিতে পারছে না .... তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালোবাসা, দৃঢ়তা ... তুমি ঠিক সেইরূপ নারী যাকে আজ প্রয়োজন। ... এসব সত্ত্বেও যদি তুমি কর্মে প্রবৃত্ত হতে সাহস কর — তোমাকে শতবার স্বাগতঃ জানাচ্ছি।"

ভারতে মার্গারেট নোবেল ঃ কলকাতায় এসেই মার্গারেট প্রথমে উঠেছিলেন চৌরঙ্গীর একটা হোটেলে, তারপর তিনি চলে আসেন গঙ্গানদীর তীরে রামকৃষ্ণ মিশনের একটি পুরোনো বাড়িতে। তারপরে তাঁর আবাসস্থল হয় একটা গলির ভেতর ঃ ১৭ নম্বর বোস পাড়া লেন — 'ভগিনী নিবাস' নামক এক ভাড়াবাড়িতে।

কলকাতায় আসার কয়েকদিন পরেই মার্গারেট স্বামীজির সঙ্গে মাকালী দর্শনে কালীঘাট মন্দিরে যান। সেখানে তিনি দর্শকদের কাছে কিছু বক্তব্যও রাখেন। মার্চ মাসেই তিনি সারদা মাতার সঙ্গে দেখা করেন। মা তাকে সাদরে গ্রহণ করে তাকে 'খুকি' বলে সম্বোধন করেন। মৃত্যুপর্যন্ত তিনি মা সারদার প্রতি অনুরক্ত ছিলেন — নিকট আত্মীয়ের মতো। স্বামী সম্পূর্ণানন্দের কাছে বাংলা শিখতে শুরু করেন।

স্বামী বিবেকানন্দ তার মানসকন্যাকে নানাভাবে শিক্ষাদান করতে শুরু করেন। কালীঘাট দর্শনের পরে অভিভূত — এই প্রতিভাময়ী নারী কালী চর্চায় নিমগ্ন হন। আলবার্ট হলে মা কালীকে নিয়ে তিনি এক সারগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। তিনি অনর্গল বক্তৃতা দিতে পারতেন। তাঁর কথায় যেন যাদু ছিল। লোকে বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে তাঁর কথা শুনতো। এরপর তিনি লিখলেন এক বিস্ময়কর গ্রন্থ 'কালী দি মাদার' (১৯০০)। তিনি কালীঘাটের নাটমন্দিরে জনাকীর্ণ এক সভায় এক মর্মস্পর্শী ভাষণ দিয়েছিলেন — সবাই মুগ্ধ হয়ে শুনেছিল তাঁর কথা। দীক্ষা গ্রহণের পরে তার ভারত ভ্রমণ শুরু (১১ই মে ১৮৯৮)।

ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের সঙ্গে ভারতের নানা গুরুত্বপূর্ণ স্থান ঘুরে এলেন ঃ আলমোড়া, নৈনিতাল, লক্ষ্ণৌ, কাশ্মীর, অমরনাথ। তিনি ধ্যান করাও শুরু করেন। এ সম্বন্ধে তিনি বলেছেন ঃ "A mind should be brought to change its centre of Gravity again, open and disinterested mind welcomes truth."

দীক্ষালাভ ও নিবেদিতা নামকরণ ঃ ভারতে আসার দুমাসের মধ্যেই ২৫শে মার্চ, ১৮৯৮ শিবপূজো করিয়ে স্বামীজি তাকে ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষিত করেন এবং তার নামকরণ করেন 'নিবেদিতা', ঈশ্বরে নিবেদিত। এরপরেই ওঁরা ভারতের আধ্যাত্মিক এবং ঐতিহাসিক স্থান সমূহের সঙ্গে তাকে পরিচিত করাবার জন্য ভ্রমণে বের হয়েছিলেন — সুদীর্ঘ পাঁচ মাসেরও বেশী সময় ধরে। এর ভেতর দিয়ে নিবেদিতার জনসংযোগ ঘটে — ভারতীয় রীতিনীতি, সমাজ ব্যবস্থা, আচার আচরণ, রীতি-প্রকরণ — এসবের সঙ্গে তার নিবিড় পরিচয় ঘটে। ভারতের জীবনকে আত্মস্থ করার ব্যাপারটা সহজ হয়েছিল তাঁর পক্ষে — স্বামীজিকেও সম্যক রূপে বুঝতে পেরেছিলেন নিবেদিতা। এই সম্পর্কে তার শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ঃ The Master as I saw him.

ভগিনী নিবেদিতার কর্মকাণ্ড ঃ ভগিনী নিবেদিতার মাত্র ১৩ বৎসর কাল (১৮৯৮ - ১৯১১) ভারতে উপস্থিতি। এত অল্প সময়কালে তিনি এই দেশবাসীর মঙ্গলের জন্য যে পরিমাণ কাজ করে গেছেন — তা এক কথায় অপরিসীম, অভূতপূর্ব। তাঁর বিস্ময়কর কর্মকাণ্ডের, সংক্ষেপে একটা তালিকা তৈরি করা যায় ঃ

১। দেশে নারীশিক্ষা বিস্তারে অনলস পরিশ্রম। বাগবাজারে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন (১৩ নভেম্বর, ১৮৯৮)। নারীশিক্ষা বিস্তারে বাড়িবাড়ি গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ।

২। ভারতীয় ধর্ম এবং সংস্কৃতি চর্চা, তাকে আত্মস্থ করা। বিবেকানন্দের প্রেরণায় ভারত-আত্মার সন্ধান।

৩। জন সাধারণের মধ্যে প্রচার — অশিক্ষা, কুশিক্ষা দূরীকরণে, স্বাস্থ্যরক্ষায়, পরিবেশ সচেতনতায় — অনলস জনসংযোগ, বক্তৃতা।

৪। ভারতে বৃটিশ শাসনের বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের স্বপক্ষে অগ্নিকন্যার জ্বালাময়ী বক্তৃতা। লর্ড কার্জনের কুরুচিকর বক্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে অংশগ্রহণ। বিপ্লবীদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন — অনুশীলন সমিতি। জাতীয় পতাকার একটি নমুনা বা ডিজাইন তৈরি করা। স্বামীজির মৃত্যুর পরে মিশনের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করা।

৫। স্কুলে বন্দেমাতরম সঙ্গীত চালু করার চেষ্টা।

৬। ভারতীয় শিল্পকলায় উৎসাহ প্রদান।

৭। কলকাতার প্লেগ মহামারীতে (১৮৯৯) স্বামী বিবেকানন্দের সঙ্গে সেবাকার্যে আত্মনিয়োগ। বরিশালে বন্যাদুর্গতদের সেবা কার্যেও।

৮। দেশের তৎকালীন নামি বিদ্বজন ও গুণীজনদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন।

অ্যানি বেশান্ত, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু, লেডী অবলা বসু, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, নন্দলাল বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

৯। গ্রন্থরচনা। নানা বিষয়ে তিনি ১২টি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ঃ

স্বামী বিবেকানন্দ তাঁর জন্মদিনে নিবেদিতাকে তাঁর স্বরচিত একটি কবিতা পাঠিয়েছিলেন ঃ তার কয়েকটি লাইন ঃ

The mother's heart, the hero's will
The sweetnes of the southern breeze
The sacred charm and strength that dwell
On Aryan attars, flaning free
All these be yours and many more -
No ancient soul could dream before
Be thou to Indian's future son
The Mistress, the servant and friend in one."

ভগিনী নিবেদিতা এবং রবীন্দ্রনাথ ঃ স্বামী বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। একজন মানবপ্রেমী সমাজ সেবক এবং হিন্দুধর্মের প্রবক্তা। অন্যজন কবি, দার্শনিক, সাহিত্যিক এবং ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচারক। তাদের দুজনের মধ্যে কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি। বিবেকানন্দ তখন জনগণের চোখের মণি, দেশে বিদেশে তিনি নন্দিত, বন্দিত। রবীন্দ্রনাথের খ্যাতি তখন তেমন ছড়িয়ে পড়েনি। ধর্মের বিভিন্নতাই সম্ভবতঃ দুজনের মধ্যে সেতুবন্ধন করতে পারেনি। যদিও প্রথম দিকে নরেন্দ্রনাথের (তখন তিনি বিবেকানন্দ হননি) ঠাকুর বাড়িতে যাতায়াত ছিল। বিবেকানন্দের মৃত্যুর পরে রবীন্দ্রনাথ এক শোকসভায় বিবেক-বন্দনা করেছিলেন।

মিস্ মার্গারেট নোবেল কলকাতায় আসার কিছু পরেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা মাধুরীলতাকে ইংরেজী ও অন্য পাশ্চাত্য ভাষায় শিক্ষাদানের জন্য গৃহশিক্ষিকারূপে পেতে চেয়েছিলেন – তাকে অনুরোধ করেছিলেন। তিনি – যাকে সাধারণ খৃষ্টান মিশনারী ভেবেছিলেন। মার্গারেট রবীন্দ্রনাথের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করে বলেছিলেন ঃ "সে কী! ঠাকুর বংশের মেয়েকে একটি বিলাতী খুকী বানাবার কাজটা আমাকেই করতে হবে? ... ঠাকুর বাড়ির ছেলে হয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতায় আপনি এমনই আবিষ্ট হয়েছেন যে নিজের মেয়েকে ফোটবার আগেই নষ্ট করে ফেলতে চান?"

রবীন্দ্রনাথ নিজের ভুল বুঝতে পেরে একথার কোনো প্রতিবাদ করেননি। নিবেদিতা বাগবাজারে মা কালী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীতগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। কালী, দ্য মাদার নামে কিছু বক্তৃতাও দেন। নিবেদিতার এই পৌত্তলিক মনোভাব এবং কালী-ভক্তি রবীন্দ্রনাথের ভালো লাগেনি। তিনি উপহাস করে বলেছিলেন ঃ 'ভগিনী নিবেদিতা বিবেকানন্দের শিষ্যা হইয়া কু-শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছেন।'

নিবেদিতার সর্বধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা ছিল। তিনি ব্রাহ্মসমাজের প্রতিও সহানুভুতিশীল ছিলেন। কিন্তু বিবেকানন্দ এটা পছন্দ করতেন না। এজন্য নিবেদিতা এদিকে আর অগ্রসর হননি। ১৯০২ সালে রবীন্দ্রনাথে বিবেকানন্দের আবির্ভাবকে স্বাগত জানিয়ে বলেছিলেন ঃ "মনে হইতেছে কোনো মহাপুরুষের আবির্ভাব আসন্ন হইয়াছে। তিনি ভারতবর্ষের সম্মুখে ভারতবর্ষের পথ উদ্‌ঘাটিত করিয়া দিবেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে নিবেদিতার রবীন্দ্রনাথের সহজ সম্পর্ক স্থাপনের পথ প্রশস্ত হয়েছিল। রবীন্দ্রনাথও হিন্দুধর্মে অসীম শ্রদ্ধাশীলা নিবেদিতার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের 'ক্ষুধিত পাষাণ' বইটির ইংরেজী অনুবাদ করেছিলেন ঃ 'হাঙ্গরী স্টোন' নামে। কথিত আছে নিবেদিতার চেষ্টায় বিবেকানন্দ এবং রবীন্দ্রনাথ এক চা-পানের আসরে মিলিত হয়েছিলেন। অবশ্য তাঁদের মধ্যে কী কথাবার্তা হয়েছিল তা জানা যায়নি। তবে এ সম্পর্কে নিবেদিতা তার বন্ধু মিস্ ম্যাকলাউডকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে স্বামীজি নিবেদিতাকে বলেছিলেন ঃ "As long as you go on mixing with that family (ঠাকুর পরিবার) Margot I must go on sounding this gong. Remem-

ber, that family has poured a flood of erotic venom over Bengal. Then he described some of their poetry."

সম্ভবতঃ তখনো বিবেকানন্দ রবীন্দ্রনাথের প্রতিভা সম্পর্কে আন্দাজ করতে পারেননি। নিবেদিতারও রবীন্দ্রনাথের সাহিত্য-কর্ম সম্পর্কে সমধিক পরিচিত ছিলো না। পক্ষান্তরে বিবেকানন্দ তখন এক বিশ্ব-বন্দিত কর্মযোগী। ব্রাহ্মধর্ম তখন প্রায় অস্তমিত আর রবীন্দ্রনাথও জনগনমন বন্দিত নায়ক হয়ে ওঠেননি। কিন্তু নিবেদিতা রবীন্দ্রনাথের সঙ্গ পরিত্যাগ করেন নি। তিনি জগদীশ চন্দ্রের সঙ্গে কয়েকবার রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ জমিদারীতে গিয়েছেন – তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করেছেন। গ্রামের লোকেদের সঙ্গে মিশেছেন – তাদের সুখ দুঃখের কথা জানতে চেয়েছেন। পল্লীবাসীদের অকৃত্রিম স্বাভাবিক সরল ব্যবহার তাকে মুগ্ধ করেছে। এবিষয়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই লিখেছেন ঃ

"চাষীরা শশব্যস্তে তাঁকে (নিবেদিতাকে) তাদের বাড়ি নিয়ে গেল। দিনের পর দিন মাসের পর মাস। নিবেদিতা যেন আমাকে চিনতে পারে না। গরমের ছুটিতে এবং পূজোর ছুটিতে তিনি বেড়াতে যেতেন। যেখানে যেতেন, সেখানেই তিনি সাধারণ মানুষকে স্পর্শ করার চেষ্টা করতেন। তিনি নিজেকে সেইসব দীন দুঃখী মানুষের মধ্যে যেন বিলিয়ে দিতেন।..."

১৯০০ সালে কাউন্ট ওকাকুরা জাপান থেকে ভারতে আসেন শিল্পকলা ও ভারতবিদ্যা শিখতে। তার একটা উদ্দেশ্য ছিল শিকাগোর ধর্মমহাসভার অনুকরণে টোকিওতে একটা মহাসভার আয়োজন করা এবং সেই সভায় স্বামী বিবেকানন্দকে নিয়ে যাওয়া। এজন্য তিনি বেলুড় মঠে এসেছিলেন। কিন্তু অসুস্থতার জন্য স্বামীজি এই ডাকে সাড়া দিতে পারেননি। ১৯০২ সালে ভগিনী নিবেদিতা ওকাকুরাকে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার মধ্যে যে সাহস এবং যে তেজ দেখেছেন – সম্ভবতঃ তারই প্রতিফলন ঘটিয়েছেন তার গোরা উপন্যাসের গোরা চরিত্র অংকনে। অনেকে তাই মনে করেন। যে গোরা নিবেদিতারই প্রতিচ্ছায়া। রবীন্দ্রনাথ যেন বিদেশিনী নিবেদিতাকে এক নতুন আঙ্গিকে গড়ে তুলেছেন গোরার মধ্যে। 'সংস্কার-জয়ী মানবতার জয়গান বেজে উঠেছিল গোরার তেজ ও পরিচ্ছন্ন উপস্থিতিতে।"

রবীন্দ্রনাথ নিবেদিতার একটি গ্রন্থ ঃ The Web of Indian life -এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন। লিখেছিলেন – "... She did not come to us with the impertinent curiosity of a visitor nor did she elevated herself on a special high pitch with the idea that a birds' eye view is truer than the human view be cause of its superior allofness. She lived our life and came to know us by becoming one of ourselves.

রবীন্দ্রনাথ ১৩১৮ সালে 'পরিচয়' গ্রন্থে 'ভগিনী নিবেদিতা' শীর্ষক এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু উদ্ধৃতি এখানে দেওয়া হল। এসব থেকে প্রতীয়মান হবে রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে নিবেদিতার প্রতি কতোটা অনুরক্ত এবং শ্রদ্ধাশীল হয়েছিলেন ঃ

১। ... তাহার প্রবল শক্তি আমি অনুভব করিয়াছিলাম, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও বুঝিয়াছিলাম – তাঁহার পথ আমার চলিবার পথ নহে। তাহার সর্বতোমুখী প্রতিভা ছিল, সেই সঙ্গে তাহার আর একটি জিনিষ ছিল – সেটি তাহার যোদ্ধত্ব। যেখানে তাহাকে মানিয়া চলা অসম্ভব – সেখানে তাহার সহিত মিলিয়া চলাও কঠিন ছিল।

২। ভগিনী নিবেদিতা আমাদিগকে যে জীবন দিয়া গিয়াছেন – তাহা অতি মহৎ জীবন। তিনি হিন্দু ছিলেন বলিয়া নহে তিনি মহৎ ছিলেন বলিয়াই আমাদের প্রণম্য।

৩। ভগিনী নিবেদিতা একান্ত ভালোবাসিয়া সম্পূর্ণ শ্রদ্ধার সঙ্গে আপনাকে ভারতবর্ষে দান করিয়া ছিলেন – তিনি নিজেকে কিছুমাত্র হাতে রাখেন নাই।

৪। বস্তুতঃ তিনি ছিলেন 'লোকমাতা'। যে মাতৃভাব পরিবারের বাহিরে একটি সময় দেশের উপর আপনাকে ব্যাপ্ত করিতে পারে, তাহার মূর্তিতো ইতিপূর্বে আমরা দেখি নাই।

৫। তিনি দরিদ্রের মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইয়াছিলেন ...”

রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথ এবং নিবেদিতার মধ্যেকার সম্পর্কটি অল্প কথায় সুন্দরভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে ঃ

"The relation of Nivedita with Rabindranath was sweet but caustic. They had differences in their ideas of religion, but the analysis of Indian society of Nivedita did bear her heartiest sincerety, which Rabindra nath recognised with great honour." ❑

তথ্যসূত্র ঃ

১) ডঃ শঙ্করী প্রসাদ বসু ঃ নিবেদিতা লোকমাতা

২) অমিয় প্রসাদ সেন ঃ Selected writings and speeches of Sister Nivedita.

৩) রবীন্দ্র স্মারক গ্রন্থ ঃ ২০১২

৪) অসিত দত্ত ঃ লোকমাতা নিবেদিতা ও রবীন্দ্রনাথের ললিতভূষণ ঃ গোধূলি মন ঃ শারদ, ১৪১৮

৫) রবীন্দ্ররচনাবলী পশ্চিমবঙ্গ সরকার ঃ ১৩শ খণ্ড।

৬) দিলীপ কুমার দত্ত ঃ স্বামীজী ও তার দীক্ষালব্ধ অগ্নিকন্যা নিবেদিতা ঃ আম আদমি, ফেব্রুয়ারী ২০১৪

৭) সিদ্ধেশ্বর মুখোপাধ্যায় ঃ রবীন্দ্র মানসে বিবেকের অবতরণ ঃ সমকণ্ঠ ঃ শারদ ১৪২০

৮) শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ঃ স্বামী শিষ্যা সংবাদ ৯-খণ্ড ১১৮।

৯) মণীন্দ্রনাথ আশ ঃ ভারত সেবিকা নিবেদিতা ঃ ঐকতান, শারদ ২০১৭